'আমারে করো তোমার বীণা'...

চারণিক

চারণ নীরবতা পালনের এক বিচিত্র মানসিক স্থিতিতে অবস্থান করছিল। কিন্তু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণজীর দৈনন্দিন বৃত্তান্তের কিছু উল্লেখ সেই মানসিক স্থিতি থেকে বিচলিত করে তুলল। গোঁসাইজীর গুরুদেব পরমহংসজী মা'কে সূক্ষ্ম শরীরে এসে নিয়ে গেলেন। কেন এই প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর প্রসঙ্গ মহাকাল বৈঠকে বহুবার চারণকে উদ্বেলিত করেছে। মহাকালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, যার কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। গোঁসাইজী এই অবস্থার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন— যোগীরা সবই পারেন— 'যোগীরা ইচ্ছামত এই স্থূল ভূতকে সূক্ষ্মে পরিণত করতে পারেন, সূক্ষ্ম ভূতকেও স্থূল করতে পারেন। শরীরের পঞ্চভূতকে পঞ্চভূতে মিলায়ে, স্থূলকে সূক্ষ্ম করে।' মুহূর্ত মধ্যে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যাঁকে চান তাঁকে তাঁর আবাসে নিয়ে যেতে পারেন।

তাঁর সে আবাস কোথায়? পরমহংসজী মা'কে নিয়ে গেছেন মানস সরোবরে। পরমহংসজীর আবাস সেখানে। যেখানে থাকেন কত ঋষি, কত মুনি, কত দেবদেবী। এ মানস সরোবর তিব্বতে নয়— ভূগোলে পড়া মানস সরোবরও নয়। সে মানস সরোবর 'মানতালাও'। এই মানস সরোবর বহু দূরে হিমালয়ের উপরে। এখানে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম— পরিচিত মানসে সহজেই যাওয়া যায়— কিন্তু এই মানসে খুব যোগৈশ্বর্য্য না হলে যাওয়া যায় না। এটি কৈলাসে যাবার পথে। একটু মায়া— একটু আকর্ষণ না থাকলে সাধকদের ঐ রাজ্য থেকে সংসারের আবাসে ফিরে আসা মুস্কিল।

ভগবানজী তথা মহাকাল তাঁর বৈঠকে চারণকে তাঁর আবাসের যে-সব বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন এরকমই— এবং সেখানে একমাত্র তিনিই নিয়ে যেতে পারেন, সে ইচ্ছা কখনো-সখনো প্রকাশ করেছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনুশীলনের কথাও বলেছেন। যে প্রক্রিয়া আজও চারণ রপ্ত করতে পারে নি।

ভগবানজীর কথা বলতে গিয়ে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করি— ভগবানজীকে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যা গুপ্তার ঘাটকে কেন্দ্র করে। গোঁসাইজীর বৈঠকের দিনলিপিতে ঐ ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে এই ঘাটের শাস্ত্রীয় নাম উল্লেখিত হয়েছে গোপ্রান্তর। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্যলীলার এই স্থানে অবসান। চারণ অনুভব করে এ যুগের রামচন্দ্র ভগবানজী— মহাকাল— সন্ন্যাসী ভারত পথিক এই ঘাটেই স্থূল শরীরের বিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর সাধনধামে প্রত্যাবর্তন করেন। সেধাম থেকে পুনরাগমন কখন কীভাবে সংঘটিত হবে তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন চারণের ভাবনা। ফয়জাবাদ, অযোধ্যা, বস্তী এতদ্ অঞ্চলে বহু সিদ্ধকাম সাধুসন্তদের আগমন পদচারণা অবস্থান সাধনার সংবাদ পাওয়া যায়। ভগবানজী কেন ঐ অঞ্চলটি বেছে নিয়েছিলেন, কেনই বা এতকাল রামচন্দ্র, মহাবীর ও অন্যান্য অবতার পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্রে অবস্থান করে মহাকাল কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন চারণ তাঁরই কৃপায় প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা রাখে।

একটি পূর্ব-উল্লিখিত মহাকাল বচন দিয়ে শুরু করছি—

মুঞ্জরিত প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হবেই।। প্রতিধ্বনি অলীক, মূলহীন, উৎপত্তিস্থলহীন হতে পারে না। উৎস থেকেই

প্রতিধ্বনির উৎপত্তি— বিস্তার— এবং পূর্ণ বিস্তৃত হবার পরে উৎপত্তিস্থলে পুনরাগমন।

বিহ্বল হৃদয়টি তুলে ধরে, অশ্রুজলে মাতৃশ্রীচরণসিক্ত করে, তাই-ই যুগে যুগে, আমরা— তুমি আমি বাঙ্গালী—কান্নাভাঙা স্বরে একটিমাত্র নিবেদন প্রার্থনা করি—

পুনরাগমনায় চ

এই পত্রটি ভগবানজীর স্নেহধন্য মুকুলকে প্রেরিত। পোষাকী নাম সুনীল। যাঁর শতবর্ষের প্রয়াস চলেছে। লিখছেন— মহাকাল— 'পরমকল্যাণবর স্নেহভাজনেষু প্রাণপ্রিয় সুনীল-মুকুল, শ্রীশ্রী মাকালী তোমার কল্যাণ করুন, তোমার উন্নতমার্গ সুগম করুন। প্রার্থনা জানাই তাঁর শ্রীচরণে।

তোমার স্নেহমমতাময়ী মা-জননীকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রণাম জানাচ্ছি।

'দুর্গম জায়গার' কথা, 'মা'কে 'মা-রী' বলা হয় যে-সব দিকে : এ-সব সম্বন্ধে, তুমি, যে-সব কথা লিখেছ, তা শুনে একটুখানি 'ভ্রূ উঁচু' করলুম। দিগ্‌গজ মহাশয়, গো! দিকচক্রবাল রেখার এই নিঃসঙ্গ পথিকের লেখা, সে চিঠির অংশগুলো, আরো কয়েকবার, মনোযোগ দিয়ে— বিশ্লেষণ করে, সিনোনিম খুঁজে, বুঝে— ধরবার চেষ্টা করে দ্যাখো তো! (তা হলে আশা করি, হয়তো, যে-সব জায়গায়— যে যে সব ব্যাপারের— এবং টপোগ্রাফির— logistic তথা কার্যকারণাদির... সম্বন্ধে ইশারায়-ইঙ্গিত করে, কেবলমাত্র তোমাদেরকেই, সাহস করে ঝুঁকি নিয়ে, জানাতে চেয়েছিলাম,— তা ধরতে পারবে— এবং বুঝতেও পারবে, কিছু)

ক্যানো, আমার যতদূর মনে আছে (অবশ্যই, আমার মনের ভুলও হতে পারে), গত বছরের— আগের— বছরে কথা প্রসঙ্গে... 'সঙ্গ'র কথা, ওর এবং ওদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে কথা, অন্য সম্বন্ধের কথা প্রভৃতি নিয়ে 'কিছু কথা' হয়েছিল তোমার সঙ্গে। (অথবা চিঠিতেই কি?।) সেই ধারণাতেই, ওটুকু (এবার) লিখি। (নইলে হয়তো লিখতুম না, না। লিখবার কথা মনে আসতো না : একটা কিছু সূত্র চাই তো?) তবে কি সে-ই-ই লম্বা-বাইরের-ব্যাপক-ঘূর্ণি-পরিদর্শন ব্যবস্থার etc চিঠি, যা বোঝাবার জন্যে ক্রুডনকশাও ছিল তাইতে?।

ঐ সময়ে, সেই ক্ষেত্রে, তুমি যা যা করেছ তার কিছুটা খবর রাখি। (আমি এসব ঘটনার অনেক পূর্বেই, ২-৩টে চিঠিতে এবং স্বমুখে দুবার, তোমার জন্যে যে শর্তে বেঁধে দিয়েছিলুম— যা তুমি পালন করবে বলে স্বমুখে এবং চিঠিতে কথা দিয়েছিলে— তার কিছু বিশেষ কারণেই দিয়েছিলুম। সে সব কারণগুলো এখনো আছে। এ সম্বন্ধে, তুমি নিজেই, কিছু সময় পরে বুঝবে— দেখবে।) তুমি যেভাবে যা কিছু করেছ, তার জন্যে, 'ওঁরা' না হউন, জননীবঙ্গমাতা তোমাকে সাশ্রুনয়নে স্নেহাশীষ দিয়েছেন— এ সত্যবাণী বিশ্বাস করো।

এবং এই চিরন্তন উদাসী পথিক, তোমার হৃদয়ের মর্মবাণীর ক্রিয়াত্মক রূপ দেখে জলভরা চোখে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রয়েছে— থাকবেও।

বৃহৎ— বা ক্ষুদ্রতম 'ঘটনা', বৃহত্তর-বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতে কি-বা-কী তাৎপর্য বহন করে, এ 'ভুল প্রশ্নের' ফেরে নিজেকে জড়িও না। মনেরও গতি যে গতির সামনে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই অসম্ভাব্য গতিতে আমার মাকালী জাল বুনে চলেন। সে ইচ্ছাময়ীর আবহমান মহাকালের— বহমান ফ্রেমে যে বোনার কাজ চলেই চলেছে নিরন্তর, বিবিধ

প্যাটার্নস্ ফুটিয়ে তুলে,— তার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম— সূক্ষ্মতম গ্রন্থিরও— দাম আছে, মহামূল্য আছে, মহান কার্যকরী সার্থকতা আছে। তোমার (আমার) কাজ হোল : ইচ্ছাময়ী মার ইশারা-ইঙ্গিত-নির্দেশ (প্রত্যক্ষ বাক্যও) মনের আনন্দে পালন করে চলা।

KH. A.G. KH. (Khan Abdul Gaffar Khan), আমার বিচারে ভুল করেছেন। এ সময়ে তিনি যা যা বলছেন— করছেন (সাধারণ— সক্কলেই সে-সবের আকাশ ছুঁয়ে বাহবা দিলেও) তা সব তীক্ষ্ণধীর পরিচায়ক নয়।

"আগের-কালের-সেদিনে" আমি উপস্থিত ছিলুম না। কিন্তু, "সেদিনের"— "সেই পরিস্থিতিতেও" উনি নীতি এবং বুদ্ধি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। সে সময়ে উনি যে ভুল করেছেন, তার-ই পর থেকে— বর্তমান পর্যন্ত তারই ফল তারই জের। একটা মস্ত ঐতিহাসিক IF হয়েছে— তাঁর ঐ সময়ের ভুল-টি। অবশ্যই, এসব আমার নিজস্ব জ্ঞানের মত। উনি আমার নমস্যই নন— প্রণম্য।

আফগানিস্তান থেকে শুরু করে এখানে এসেও নানাভাবে বহুবার : নিজমুখে— নিজের প্রেস স্টেটমেন্টে— রিসেপশন কমিটির তরফ থেকে প্রেস স্টেটমেন্টে আকাশ বাতাস মুখরিত করে শোনানো হল, "নে. পুরস্কার আমি নেব না। নে. পু. নেবার জন্যে যাব না। নে. পু. নেবার জন্যে যাচ্ছিনে। KH. A.G. KH. নে. পু. নেবার জন্যে ভারতে আসছেন না। KH. A.G. KH. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি নে. পু. নেবেন না, ভারতে এসে।

অথচ...?। (শ্রীভগবান ওঁর ভাল করুন। এখন তো উনি 100% ইন্ডিয়ান লীডার।)

জয়শ্রীতে 'চারণিক' পরিবেশিত লেখাটি পড়লুম ; সন্তোষ বিশেষ, করে পড়তে বলেছিল। সমস্তটা পড়ার পর, মনে হল :

অনেক দিনের অনেক ব্যথার সুরে,
অনেক চিঠির-বীণা ছিল ভরে ;
মন্দ্রিত তার কয়েকখানি তান—
অপূর্ব এই চারণিকের দান।।

কিন্তু, বলতে লজ্জা নেই, মুকুল !, পড়তে পড়তে আমি ডুবে যাচ্ছিলুম, আমার অনুভূতিতে আমি ভরে উঠছিলুম, অনির্বচনীয় মহাসুন্দরতায় সমুদ্র তরঙ্গ আমার সামনে উথলে উঠল।

ভাবতে লাগলুম : এসব কথাই তো আমিই লিখেছি— 'বুঝলুম' ; কিন্তু কী করে "এমন লেখা" লিখতে পারলুম ? ! কী করে ?, কী করে ! বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এসব আমার।

সন্তোষ ভ-য়া-ন-ক ভী-ষ-ণ জোর দিয়ে বললে "বজ্রবাণী" by মহাকাল পড়বেন। জিজ্ঞাসা করলুম, মহাকাল কে ? বললো সেটি বলতে 100% মানা। এই শর্তেই লেখাটি পাওয়া গেছে। সুতরাং বলবো না।

ঔৎসুক্য বাড়লো। পড়লুম "বজ্রবাণী"। ঘণ্টা চার পাঁচ 'থ' হয়ে গেলুম— অতল গহনে গভীরে তলিয়ে আত্মহারা হয়ে রইলুম। কে ইনি ? কে ইনি ? কে ইনি ?

অফগার্ড অবস্থায়, কখনো কখনো অথবা সাধন জগৎ, সাধনার রণক্ষেত্র— যুদ্ধ, আমার মা-এর কথা উঠলে

সেই চর্চায় বিভোর হয়ে নদীর স্রোতের মতন অনর্গল— "অনেক কথা ব্যাপার" বলে গেছি।

সুতরাং Long Hand-এর সে-সব কেউই লিখে নিতে পারবে না, তা পারাও সেসব সময়ে, "লিখে নেবার অবস্থায় কেউ থাকবেন" তাও মনে হয় না।

এবং এও বেশ ভালভাবেই জানি যে, আসল "কথা" চিঠিতে কখনো লিখিনি। (যতদূর জানি)

অথচ,— আমার প্রত্যক্ষ করা— এবং অপ্রত্যক্ষ বা জানকারির অনেক কয়েকটি কথাই, হুবহু "বজ্রবাণী"তে রয়েছে।

আমার প্রবল ইচ্ছা— সন্তোষ-ব্রজনন্দন-পবিত্রকে জানাই প্রার্থনা রূপে। পরদিন সন্তোষ যদিও বললে, 'ওসব' আপনারই বাণী। তথাপি মন মানলো না।

মহাকালের স্মৃতি বিস্মৃতি— সেই সঙ্গে তাঁর নিবিড় পার্ষদের কথপোকথনে হারিয়ে ফেলে চারণ নিজেকে। এই এত 'সিরিয়াস' গাম্ভীর্যপূর্ণ বৈঠকী মেজাজের পরই সেই সরল, শিশুপ্রাণ মানুষটির আত্মপ্রকাশ ঘটে— তিনি লেখেন—

'দেশবন্ধু ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপন দেখলুম তোমার আনা পত্রিকায়। তাঁর পরমপূজ্য নাম এবং আশীর্বাদের কথাও আছে দেখলুম।

রওয়ানা হবার সময়ে তক্ষুনি করিয়ে 'থার্মোসে' ভরে ওদের সিঙ্গারা, কচুরী, লালমোহন, বুঁদে ক্যানো আনতে পার না?'

দেশবন্ধু ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী এবং মহাকালের প্রার্থিত সম্ভার মজলিশে পৌঁছে ছিল কিনা স্মরণে নেই—

যে রসদ সেদিন তাঁর ডেরায় পৌঁছেছিল সে সম্বন্ধে রসাল মন্তব্য—

হ্যাঁ এবারকার cake পসন্দ কর্তে শ্রীমান 'অ'র discernment-এর কমতাই হয়ে গেছে।

হ্যাঁ এবারকার 'কুচো নিমকি' সাগরের কোল্ড তরঙ্গ দিয়েই শুধু তৈরী হয়েছে। তাই-ই শক্ত দাঁত ভাঙ্গা বজ্র হয়ে গেছে। সমুদ্র ফেন দিয়ে হয় নি।

হ্যাঁ, ক্ষীরের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নাড়ুগুলো— খু-উ-ব খেয়েছি। তবে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুঝলুম যে, বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়ার দরুণই কঞ্জুষ কেপ্পন হয়েছেন উনি : টেস্ট টিউবে তৈরী নাড়ু।

আমার চির আরাধ্যা মাঁ জননী বঙ্গভূমির যে-যে সব দেবীকন্যারা, এতো কষ্ট নিয়েছেন, তাঁদের স্নেহপ্রেম ভালোবাসার অমৃত দিয়ে খাবার তৈরী করে পাঠিয়েছেন, তাঁদের স্নেহ ভালোবাসা শোধ করার নয়। এসব যে আমি পথিকের অমূল্য সম্পদ।

সত্য স্নেহ-ভালোবাসা প্রেমভক্তি বিশ্বাস স্বয়ংসিদ্ধ, ব্যর্থ হয় না, ব্যর্থ হবে না। মাঁকালী নিজেই দেখছেন যে!

শ্যামাপূজার পুণ্যলগ্নে এই বিশ্বাস ও স্নেহ আশীর্বাদ কামনা করে চারণ মহকাল তথা ভগবানজী— তথা ভারত পথিকের চরণে প্রণাম জানায়।।